



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নাটোর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

১ জুলাই, ২০৩ - ৩০ জুন, ২০২৪



**কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**  
**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ**

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুনর্বাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) মাধ্যমে, এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নাটোর জেলা কর্তৃকবিগত ৩(তিন) অর্থ বছরে গ্রাম, পৌর ও বস্তি এলাকায় ৪৬৬০ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ১০ টি উৎপাক নলকূপ স্থাপন, ৭৬ টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানির উৎস, ২ টি ওভারহেড ট্যাংক, ৫০ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে, জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬ কি.মি ড়েন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বিগত ৩(তিন) বছরে ৪৬৬০ টি স্থাপিত পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে ও ১৫ টি কমিউনিটি টয়লেট এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ী করণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরণ। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িত করণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

**২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :**

- ড়েন নির্মাণ-২.৫ কি.মি.
- পাইপলাইন স্থাপন-৪০ কিঃমিঃ
- হাউজহোল্ড টয়লেট-১০০ টি
- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-১৫০২ টি
- স্থাপিত কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট-৫৪ টি
- রুরাল পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ -৪ টি
- স্প্রিট হাইড্রেন্ট- ১৮টি
- গৃহ সংযোগ- ১০০০ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা-১৫০২ টি

## প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নাটোর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

## সেকশনঃ ১

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

- ১.১ রূপকল্পঃ জনগণের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা।
- ১.২ অভিলক্ষ্যঃ সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

### ১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

#### ১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলঅধিদপ্তরের কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

- ১) পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,
- ২) পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,
- ৩) পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন,
- ৪) পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

#### ১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

### ১.৪ কার্যাবলি:

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;